



(২১) অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন তাকে। (২২) এরপর যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (২৩) সে কখনও কৃতজ্ঞ হয়নি, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি। (২৪) মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, (২৫) আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি। (২৬) এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি। (২৭) অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, (২৮) আসুর, শাক-সস্কী (২৯) যয়তুন, খজুর, (৩০) ঘন উদ্যান, (৩১) ফল এবং ঘাস (৩২) তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (৩৩) অতঃপর যেদিন কণবিদারক নাদ আসবে, (৩৪) সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে (৩৫) তার মাতা, তার পিতা, (৩৬) তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। (৩৭) সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। (৩৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, (৩৯) সহস্য ও প্রফুল্ল। (৪০) এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত। (৪১) তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। (৪২) তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল।

### সূরা আত্-তাকভীর

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ২৯ ॥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

- (১) যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, (২) যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, (৩) যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, (৪) যখন দশ মাসের গর্ভবতী উকীসমূহ উপেক্ষিত হবে; (৫) যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, (৬) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (৭) যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে,

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تُمْ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ — নেয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে মানবসৃষ্টির সূচনা বর্ণনা

করার পর পরিণতি অর্থাৎ, মৃত্যু ও কবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে কোন বিপদ নয়—নেয়ামত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : تحفة المؤمن الموت — মৃত্যু মুমিনের জন্য উপটোকন-স্বরূপ। এর মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ, অতঃপর তাকে কবরস্থ করেছেন। বলাবাহুল্য, এটাও এক নেয়ামত। কেননা, আল্লাহ তাআলা মানুষকে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় যেখানে মরে সেখানেই পচে-গলে যেতে দেননি; বরং তাকে গোসল দিয়ে পাক-সাফ কাপড় পরিয়ে সম্মান সহকারে কবরে দাফন করে দেয়া হয়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, মৃত মানুষকে দাফন করা ওয়াজিব।

كَلَّا لَيَكْفُرُنَّ بِمَا أَمَرْتَهُمْ — এতে অবিশ্বাসী মানুষকে হুশিয়ার করা

হয়েছে যে, উপরোক্ত খোদায়ী নির্দশনাবলী ও নেয়ামতরাজির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর বিধানাবলী পালন করা। কিন্তু হতভাগ্য মানুষ তা করেনি। অতঃপর মানবসৃষ্টির সূচনা ও পরিসমাপ্তির মাঝখানে যেসব নেয়ামত মানুষ ভোগ করে, সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষের রিযিক কিভাবে সৃষ্টি করা হয়? কিভাবে আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়ে মাটির নীচে চাপাপড়া বীজকে সজীব ও সতেজ করে তোলে। ফলে একটি সরু ও ক্ষীণকায় অঙ্কুর মাটি ভেদ করে উপরে উঠে। অতঃপর তা থেকে হরেক রকমের শস্য, ফল-মূল ও বাগ-বাগিচা সৃষ্টি হয়। এসব নেয়ামত সম্পর্কে মানুষকে বার বার অবহিত করার পর পরিশেষে আবার কেয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةَ — এমন কঠোর নাদ; যার ফলে মানুষ শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলে। এখানে কেয়ামতের হট্টগোল তথা শিংগার ফুঁক বোঝানো হয়েছে।

يَوْمَ يُفِرُّ الصُّرُورُ مِنْ أَيْتِهِ — এখানে হাশরের ময়দানে সকলের

সমাবেশের দিন বোঝানো হয়েছে। সেদিন প্রত্যেক মানুষ আপন চিন্তায় বিভোর হবে। দুনিয়াতে যেসব আত্মীয়তা ও সম্পর্কের কারণে মানুষ একে অপরের জন্যে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না, হাশরে তারাই নিজ নিজ চিন্তায় এমন নিমগ্ন হবে যে, কেউ কারও খবর নিতে পারবে না; বরং সামনে দেখলেও মুখ লুকাবে। প্রত্যেক মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে এবং পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে ফিরবে। দুনিয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ভ্রাতাদের মধ্যে হয়। এর চেয়ে বেশী পিতা-মাতাকে সাহায্য করার চিন্তা করা হয় এবং স্বভাবগত কারণে এর চেয়েও বেশী স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর হাশরের ময়দানে মুমিন ও কাফেরের পরিণতি বর্ণনা করে সূরার ইতি টানা হয়েছে।

### সূরা আত্-তাকভীর

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ — এক অর্থ জ্যোতিহীন হওয়া।

হাসান বসরী (রহঃ) এই তফসীরই করেছেন। এর অপর অর্থ নিক্ষেপ

করাও হয়ে থাকে। রবী ইবনে খায়সাম (রহঃ) এই তফসীর করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, সূর্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে এবং সূর্যের উত্তাপে সারা সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। এই দুই তফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, এটা সম্ভবপর যে, প্রথমে সূর্যকে জ্যোতিহীন করে দেয়া হবে, অতঃপর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। সহীহ্ বোখারীতে আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়াজেতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন চন্দ্র-সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। মুসনাদে আহমদে আছে, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এই আয়াত প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা সূর্য, চন্দ্র ও সমস্ত নক্ষত্রকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন, অতঃপর এর উপর প্রবল বাতাস প্রবাহিত হবে। ফলে সারা সমুদ্র অগ্নি হয়ে যাবে। এভাবে চন্দ্র, সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে—এ উভয় কথাই ঠিক হয়ে যায়। কেননা, সারা সমুদ্র তখন জাহান্নাম হয়ে যাবে।— (মাযহারী, কুবতুবী)

وَإِذَا الْكُوفُ سُكَّتْ - انكمار - এর অর্থ পতিত হওয়া। পূর্ববর্তীগণ থেকে এই তফসীর বর্ণিত রয়েছে। আকাশের সব নক্ষত্র সমুদ্রে পতিত হবে। পূর্বাঙ্ক রেওয়াজেতসমূহে এর বিবরণ রয়েছে।

وَإِذَا الْوَسْأَارُ عُظِّلَتْ - আরবের রীতি অনুযায়ী দৃষ্টান্তস্বরূপ একথা বলা হয়েছে। কেননা, কোরআনে আরবদেরকেই প্রথমে সম্প্বাধন করা হয়েছে। তাদের কাছে দশ মাসের গর্ভবতী উল্লী বিরাট ধনরূপে গণ্য হত। তারা এর দুগ্ধ ও বাচ্চার অপেক্ষা করত। ফলে একে দৃষ্টির আড়াল হতে দিত না এবং কখনও স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত না।

وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ - تسجير - এর অর্থ অগ্নিসংযোগ করা ও প্রচ্ছলিত করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই অর্থই নিয়েছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন মিশ্রিত করা। এতদুভয়ের মধ্যে

কোন বিরোধ নেই। প্রথমে লোনা সমুদ্র ও মিঠা সমুদ্র একাকার করা হবে। মাঝখানের অন্তরায় শেষ করে দেয়া হবে। ফলে উভয় প্রকার সমুদ্রের পানি মিশ্রিত হয়ে যাবে। অতঃপর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এতে নিক্ষেপ করে সমস্ত পানিকে অগ্নি তথা জাহান্নামে পরিণত করা হবে।— (মাযহারী)

وَإِذَا الْنُّفُوسُ رُجِمَتْ - অর্থাৎ, যখন হাশরে সমবেত লোকদেরকে বিভিন্ন দলে দলবদ্ধ করে দেয়া হবে। এই দলবদ্ধকরণ ঈমান ও কর্মের দিক দিয়ে করা হবে। কাফের এক জায়গায় ও মুমিন এক জায়গায়। কাফের এবং মুমিনের মধ্যেও কর্ম এবং অভ্যাসের পার্থক্য থাকে। এদিক দিয়ে কাফেরদেরও বিভিন্ন প্রকার দল হবে আর মুমিনদেরও বিশ্বাস এবং কর্মের ভিত্তিতে দল হবে। বায়হাকী রেওয়াজেত করেন, যারা ভাল হোক মন্দ হোক একই প্রকার কর্ম করবে, তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। উদাহরণতঃ আলেমগণ এক জায়গায়, এবাদতকারী সংসারবিমুখগণ এক জায়গায়, জেহাদকারী গায়ীগণ এক জায়গায় এবং সদকা-খয়রাতে বৈশিষ্ট্যের অধিকারীগণ এক জায়গায় সমবেত হবে। এমনিভাবে মন্দ লোকদের মধ্যে চোর-ডাকাতকে এক জায়গায়, ব্যভিচারীকে এক জায়গায় এবং অন্যান্য বিশেষ গোনাহে অংশগ্রহণকারীদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : হাশরে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বজাতির সাথে থাকবে ( কিন্তু এই জাতীয়তা বংশ অথবা দেশভিত্তিক হবে না; বরং কর্ম ও বিশ্বাসভিত্তিক হবে)। তিনি এর প্রমাণস্বরূপ

وَإِذَا الْوُجُوهُ كَانَتْ تُرَابًا আয়াতখানি পেশ করেন। অর্থাৎ, হাশরে লোকদের তিনটি প্রধান দল হবে — (১) পূর্ববর্তী সৎকর্মী লোকদের, (২) আসহাবুল ইয়ামীনের এবং (৩) আসহাবুল-শিমালের দল। প্রথমোক্ত দুই দল মুক্তি পাবে এবং তৃতীয় দলটি হবে কাফের পাপাচারীদের। তারা মুক্তি পাবে না।